ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৫
জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬

# হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নিরূপণে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর অবদান : মূল্যায়ন

ড. মো. মিজানুর রহমান*

# Contribution of Sheikh Nasiruddin Al-Albani in Deriving *Sharī'ah* Ruling based on Hadith: An Evaluation

**ABSTRACT**

*Sunnah or Hadith is the second source of the sharī'ah. Islamic jurists analyzed this source in extracting and introducing legal decisions. Alongside the Fuqahā' (Jurists) the Muhaddis (experts of Hadith) also exerted tremendous efforts in finding and extracting legal decisions, although the Muhaddis study within the scope of Hadith, collecting Hadith, managing compilation, scrutinizing the chain of narration and accuracy of the text. Sheikh Nasiruddin al-Albani (1914-1999 AD) was one of those who studied vigorously the application of Hadith in deriving sharī'ah ruling. Along with compilation of Hadith, illustration, scrutinizing text and chain of narration, he also played a vital role in deriving sharī'ah ruling in the light of Hadith. He authored many worthy books in this field too on top of that he was also a great scholar of Hadith. This paper presents his invaluable contribution in deriving sharī'ah ruling. Narrative method was applied in writing this paper. Many documents including the Quranic text and Hadith and major books in this field were also referred. The current paper ultimately evaluates the huge contribution of Sheikh Nasiruddin al-Albani in the field of sharī'ah ruling.*

Keywords: Sheikh al-Albani; deriving sharī'ah ruling; Hadith; Muhaddis, Fuqaha.

* সহকারী অধ্যাপক, জেনারেল এডুকেশন বিভাগ (ইসলাম শিক্ষা), বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মানিকনগর, ঢাকা



**সারসংক্ষেপ**

*সুন্নাহ বা হাদীস শরঈ' বিধি-বিধানের দ্বিতীয় উৎস। ফকীহগণ শর'ঈ বিধান উদ্ভাবনে এ উৎসকে প্রয়োগ করেছেন। ফকীহগণের পাশাপাশি যুগে যুগে অনেক মুহাদ্দিসও শর'ঈ বিধান বর্ণনা ও নিরূপণের প্রয়াস নিয়েছেন, যদিও মুহাদ্দিসগণ মূলত হাদীস নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা হাদীস সংগ্রহ, সংকলন, হাদীসের সনদ-মতন যাচাই-বাছাই-এর নীতিমালা নির্ধারণ, হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। যেসব মুহাদ্দিস তাঁদের মূল কর্তব্যের পাশাপাশি হাদীসের আলোকে শরীয়তের বিধি-বিধান নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন তাঁদের অন্যতম শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (১৯১৪-১৯৯ খ্রি.)। হাদীসের সংকলন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সনদ-মতন যাচাই-বাছাই এর মূলনীতি নির্ধারণের পাশাপাশি তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থসমূহে তিনি হাদীসের আলোকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে সবিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ইলম হাদীসে অনবদ্য অবদানের পাশাপাশি এ মহান মনীষী হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সে সম্পর্কে সবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে পর্যালোচনা ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কুরআন, হাদীস এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট মৌলিক গ্রন্থাবলি তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. কেবল ইলম হাদীসের উপর গবেষণা করেননি; বরং তিনি শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়েও যে বিশাল অবদান রেখেছেন, এ প্রবন্ধ তার-ই স্বাক্ষর বহন করবে।*

মূলশব্দ: শায়খ আলবানী; শরঈ বিধান নিরূপণ; হাদীস; মুহাদ্দিস; ফকীহ

## ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। এর মৌলিক উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। ইসলামের অনুসারীদেরকে কুরআন ও হাদীস গুরুত্বের সাথে মেনে চলতে হয়। কেননা এটি কুরআনের নির্দেশ।[১] হাদীস মূলত পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা[২] ও এর প্রায়োগিক রূপ। যা মহানবীর স. কথা, কর্ম ও মৌন সমর্থনের মাধ্যমে উপস্থাপিত। অতএব, হাদীস কেবল জ্ঞানগত চর্চার বিষয় নয়; বরং একটি প্রায়োগিক বিষয়ও। এ কারণে হাদীসের অর্থ, মর্মার্থ ও হাদীসে বিধৃত শর'ঈ বিধি-বিধান অনুধাবন

১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রসূলের। আল-কুরআন, ৪ : ৫৯। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর; যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা। আল-কুরআন, ৬৪ : ১২

২. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ আমরা আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি তাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন, যাতে তারা চিন্তা করে। আল-কুরআন, ১৬ : ৪৪

অত্যাবশ্যক। তাছাড়া যুগ সমস্যার সমাধানে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ও অতি প্রয়োজন। যার তাগিদেই যুগে যুগে আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী আইন বিশারদগণ হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয় করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস আল্লামা শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. হাদীসের আলোকে মানব জীবন ও জীবনাচরণের নানাবিধ প্রসঙ্গে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ের প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। তাঁর বিশ্বখ্যাত সহীহ ও দঈফ হাদীসের সংকলন, হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ইসলামের বহুবিধ বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহে এর প্রমাণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

**শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর পরিচয়**

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খ আল-আলবানীর রহ. প্রকৃত নাম মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন।[৩] তাঁর কুনিয়ত বা উপনাম আবূ 'আব্দির রহমান। উপাধি আল-আলবানী। তিনি ১৯১৪ খ্রি. মোতাবেক ১৩৩২ হি. সনে তৎকালীন ইউরোপের আলবেনিয়ার অন্তর্গত 'আশকূদারাহ' নগরীতে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে আল-আলবানী উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং এ কারণে তিনি শায়খ আল-আলবানী হিসেবেই সমধিক পরিচিত। তাঁর পিতা শায়খ নূহ ইবন আদম ইবন নাজাতী আল-আলবানী। যিনি উসমানীয় খিলাফতের রাজধানী আস্তানায় (বর্তমান ইস্তাম্বুল) একটি ধর্মীয় শিক্ষালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে নিজ এলাকায় ফিরে এসে দীনী জ্ঞান বিতরণে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ে উসমানীয় খিলাফতের পতন এবং কামাল আতাতুর্ক-এর ক্ষমতা দখলের ফলে গোটা তুরস্কে ধর্মীয় অঙ্গনে অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। ফলে অনেক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার আলবেনিয়া থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে হিজরত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় শায়খ আল-আলবানীর পিতা পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং দামিশকে স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন।[৫]

৩. মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিফাতু সালাতিন নবী*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৬; আবূ হাফস আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন ইবরাহীম আল-আছারী, *ইমাতুতুল লিছাম বি সীরাতে শায়খিনাল ইমাম মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী*, আল জীযাহ, ১৪২২ হি./ ২০০১ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৬৬

৪. আবূ আসমা 'আত্বিয়্যাহ ইবন সিদকী আলী সালেম উদাহ আল-মিসরী, *সাফাহাতুন বায়দা মিন হায়াতিল ইমাম মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী ওয়া ম'আহু ক্বাতফুহু ছিমার*, কায়রো: দারুল আছার, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., পৃ. ২৬; আবদুল মতিন সালাফী, *মুহাদ্দিছুল আছর আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী*, বিহার: তাওহীদ ইজুকেশন ট্রাস্ট, কিশানগঞ্জ, তাবি, পৃ. ১৩

৫. ইবরাহীম মুহাম্মদ আলী, *মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী*, দামিশক: দারুল কলম, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ১৬-২১; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খ্রি, পৃ. ১৮২



শায়খ আল-আলবানীর পিতা যখন সিরিয়ায় হিজরত করেন, তখন বালক আল-আলবানীর বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর। এরপর পিতা তাঁকে 'জামিয়াতুল ইস'আফ আল-খায়রিয়্যাহ' মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে উক্ত মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি পিতার নিকট কুরআন, তাজবীদ, নাহু, সারফ এবং ফিকহ শিক্ষা করেন।[৬] এরপর সিরিয়ার তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি ২০ বছর বয়সে হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালীন মিসরের প্রথিতযশা আলিম সাইয়্যেদ রশীদ রিযার 'মাজাল্লাতুল মানার' পড়ে তিনি হাদীস বিষয়ে জ্ঞান লাভের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন।[৭] জ্ঞানানুশীলনের অদম্য স্পৃহা তাঁকে হাদীসবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিষয় জানতে উদ্বুদ্ধ করে। কঠোর অধ্যাবসায় এবং নিরন্তর সাধনার বিনিময়ে তিনি মহানবীর স. সুন্নাহের অমিয় সুধা পান করেন। সুন্নাহের এমন কোন দিক নেই, যা তিনি উপলব্ধি করেননি। সুন্নাহের লালন ও কর্ষণে তিনি ব্যয় করেছেন তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতিটি মুহূর্ত। ফলে তিনি আধুনিক বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুহাদ্দিস হিসেবে আবির্ভূত হন। সমকালীন সকল মুহাদ্দিস হাদীস বিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি, পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন। সৌদী আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায রহ. বলেন:

لا أعلم تحت الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر الدين في علم الحديث

অর্থাৎ বর্তমান যুগে এ নভোমণ্ডলের নিচে ইলমুল হাদীসে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী অপেক্ষা অধিক পারদর্শী কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।[৮] শায়খ আল-আলবানী ছিলেন একজন উঁচুমানের হাদীসবিজ্ঞানী। হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে তিনি যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তা সর্বজন স্বীকৃত।

শায়খ আল-আলবানী'র রহ. জীবন ছিল বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ডে মুখরিত। জীবনের প্রাথমিক দিকে পারিবারের আর্থিক প্রয়োজনে তিনি কাঠমিস্ত্রী ও ঘড়ি মেরামতের কাজ করেন। এভাবে শায়খ আল-আলবানীর কর্মজীবন শুরু হলেও পরবর্তীতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কঠোর অধ্যয়ন ও সাধনার মাধ্যমে তিনি নিজেকে জ্ঞানের জগতে সুউচ্চ মর্গে উন্নীত করেন। ইলমে হাদীসে অর্জন করেন বিশেষ পাণ্ডিত্য। ফলে কর্মজীবনের পুরো চিত্রই পাল্টে যায়। এ মহান মনীষী পরবর্তীতে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন বহুদিন। বিশ্বময় জ্ঞান বিতরণ ও ইসলামী দা'ওয়াহ প্রদানই হয়ে উঠে তাঁর প্রধান কাজ।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৭. আশ-শায়বানী, *হায়াতুল আলবানী*, খ. ১, পৃ. ৪০১; বেলাল হোসেন, হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপন, পৃ. ১৮৩

৮. জুনায়দ, *আল-আলবানী আল-ইমাম*, পৃ. ৬-৭; বেলাল হোসেন, হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপন

জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত শায়খ আল-আলবানী গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, ইলম হাদীসের দরস দান ও দা'ওয়াহ প্রদানের কাজেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

শায়খ আল-আলবানী ইলম হাদীসের পণ্ডিত হিসেবে একদিকে যেমন সহীহ ও দঈফ হাদীস নিরূপণ করেছেন, অন্যদিকে তিনি বহু হাদীসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি শর'ঈ বিধি-বিধানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোকপাত করেন। ফলে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়েও তাঁর অবদান কম নয়। এ মহান মনীষী ১৯৯৯ সালের ২ অক্টোবর মোতাবেক ১৪২০ হিজরী ২৩ জুমাদাল আখিরাহ শনিবার দিন আসরের পর মাগরিবের কিছুক্ষণ আগে স্থানীয় সময় সাড়ে চারটায় জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অবস্থিত প্রসিদ্ধ হাসপাতাল আশ-শামিসীয়াতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়ে ছিল ৮০ বছর।[৯] মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

## হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নিরূপণের স্বরূপ

সাধারণত শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয় ও এ সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে 'ফিকহ' (فقه) বলা হয়। 'ফিকহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বিষয় অনুধাবন, বোঝা ও মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা। ব্যাপকার্থে আকীদা, আহকাম, আখলাক তথা ইসলামের যাবতীয় বিষয়াদি বোঝা ও হৃদয়ঙ্গম করাই হলো 'ফিকহ'।[১০] ইমাম আবূ হানীফা র. আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে এর নামকরণ করেন 'আল-ফিকহুল আকবর' (الفقه الأكبر) হিসেবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আকীদার বিষয়সমূহকে 'ইলমুল কালাম' বা 'ইলমুত তওহীদ' নামে আলাদা করা হয়। আর আহকাম বা বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ 'ফিকহ' নামে পরিচিতি লাভ করে। 'ফিকহ'-এর সংজ্ঞায় বর্তমান বিশ্বের ওলামাদের বক্তব্যে এমনটিই প্রমাণিত হয়। 'ফিকহ'-এর সংজ্ঞায় বলা হয়:

العلم بالأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية

বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শর'ঈ বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানকে 'ফিকহ' বলা হয়।[১১]

---

৯. আল-মিসরী, সাফাহাতুন বায়দা, পৃ. ৯৬

১০. পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ليتفقهوا في الدين -অর্থাৎ তাদের দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা উচিত। আল-কুরআন, ৯ : ১২২। মহানবী স. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. কে উদ্দেশ্য করে বলেন, اللهم فقهه في الدين -অর্থাৎ হে আল্লাহ! তাকে দীন সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য দান কর।-সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা, বাবু যিকরি ইবন আব্বাস; ইবন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী ফি শরহিল বুখারী*, বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খ্রি., খ. ৭, পৃ. ১০০; কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল ইসলামী, ১৯৯৫ খ্রি. /১৪১৫ হি., খ. ১, পৃ. ৩৩

১১. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কিলআজী ও ড. হামিদ সাদিক কুনাইবী, *মু'জামু লুগাতিল ফুক্বাহা*, করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়া উলূমি ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৪ হি., পৃ. ৩৪৮-৩৪৯



অপরদিকে হাদীসের বাক্যগত মর্মার্থ, ভাবার্থ অনুধাবন এবং হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়কে 'ফিকহুল হাদীস' হিসেবে অভিহিত করা হয়। যুগ যুগে হাদীসবিশারদগণ একদিকে হাদীসের শব্দার্থ ও মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেছেন, সেইসাথে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধানও নির্ণয় করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম মাজুদুদ্দীন আব্দুস সালাম ইবন তাইমিয়াহ (মৃত ৬৫২ হি.) রচিত মুন্তাকাল আখবার মিন আহাদীসি সায়্যিদিল আখয়ার' (منتقي الأخبار من أحاديث سيد الأخيار) -এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'নায়লুল আওত্বার' (نيل الأوطار) এর কথা উল্লেখযোগ্য। যা রচনা করেছেন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আশ-শওকানী (মৃত ১২৫৫ হি.)। তাছাড়া শায়খ ইবন দুয়ান (মৃত ১৩৫৩ হি.) রচিত 'মানারুস সাবীল ফী শরহি দলীলিত তালিব' (منار السبيل في شرح دليل الطالب) গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। আধুনিক যুগের হাদীসবিশারদ হিসেবে শায়খ আল-আলবানীর রহ. অবস্থান ব্যতিক্রম নয়। তিনিও হাদীসের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের শর'ঈ বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। শায়খ আল-আলবানী রহ. তাঁর এ ধরনের কাজকে 'ফিকহ' বলে অভিহিত করেন। যে কারণে তিনি তাঁর সহীহ হাদীস সংকলনটির নামকরণ করেন 'সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ ওয়া শাইউম মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা' (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيئ من فقهها وفوائدها) হিসেবে। উক্ত গ্রন্থে 'ফিকহ' শব্দটির প্রয়োগ বা ব্যবহার এ জন্যেই যে, এতে হাদীসের আলোকে শরী'আতের বহু বিধি-বিধান বিধৃত হয়েছে।

## হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে শায়খ আল-আলবানীর রহ. অবদান

বিভিন্ন হাদীসের উৎস ও সনদ যাচাই-বাছাই, সনদের মান নির্ণয়পূর্বক হাদীসের হুকম বর্ণনা এবং সহীহ ও দঈফ হাদীস পৃথকীকরণ- এসব কাজে ব্যাপক অবদানের জন্য শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. সমধিক পরিচিত। তবে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়েও শায়খ আল-আলবানীর রহ. অবদান কোন অংশেই কম নয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বৈচিত্র্যময় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

### ক. হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে পুস্তক-পুস্তিকা রচনা

হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে শায়খ আল-আলবানী প্রচুর সংখ্যক পুস্তক রচনা করেন। বিশেষত তিনি সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বহুল আলোচিত কোন বিষয় নিয়ে হাদীসের আলোকে মাসআলা বা ফতওয়া প্রদান করে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন এবং এসব গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দৃঢ়তার সাথে তাঁর মতামত ও অবস্থান ব্যাখ্যা করেন।

### আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়ের বিধি-বিধান সম্বলিত গ্রন্থসমূহ

এক. 'আত-তাওয়াস্সুল: আনওয়া'উহু ওয়া আহকামুহু' (التوسل: أنواعه وأحكامه)। এ গ্রন্থে কুরআন-হাদীসের আলোকে বিভিন্ন ধরনের ওসীলা গ্রহণের বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। দুই. 'ফিতনাতুত তাকফীর' (فتنة التكفير)। এটি ১৭ পৃষ্ঠার

একটি ছোট পুস্তিকা। অতীতে খারিজীরা যেমনিভাবে কথায় কথায় কুফরী ফতওয়া দিয়ে দিত, বর্তমান সময়েও কোন কোন ব্যক্তি ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীরভাবে পর্যালোচনা না করেই কুফরী ফতওয়া দিতে তৎপর। এর প্রতিবাদে শায়খ আল-আলবানী এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে এ ব্যাপারে ইসলামী ব্যক্তিত্বদের যথার্থ অবস্থান ও সঠিক দায়িত্ব কি হবে তা কুরআন-হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। তিন. 'কিস্‌সাতুল মাসীহিদ দাজ্জাল' (قصة المسيح الدجال) । এ গ্রন্থটিতে কিয়ামতের পূর্বে আগমনকারী দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। চার. 'আহাদীসুল ইসরা ওয়াল মি'রাজ' (أحاديث الإسراء والمعراج) । এটি ১৯০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ। এটি মূলত মহানবীর স. বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মাকদিসে ভ্রমণ এবং বায়তুল মাকদিস থেকে আসমানে আরোহণ তথা মি'রাজ সম্পর্কিত কতিপয় হাদীসের সংকলনধর্মী একটি গ্রন্থ। পাঁচ. 'মুখতাসারুল উলু'বী লিল আলিয়্যিল 'আযিম লিয-যাহাবী' (مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي) । আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে ইমাম যাহাবী রচিত এ গ্রন্থটির সংক্ষেপণ ও তাখরীজ করেন শায়খ আল-আলবানী। ফলে এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে রূপ নেয়। ছয়. 'আর-রদ্দু 'আলা কিতাবি যাহিরাতিল ইরজা লি সাফার আল হাওয়ালী' (الرد على كتاب ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي) । সাফার আল-হাওয়ালী মুরজিয়া ফিরকার আকীদা প্রচার ও প্রসারের মানসে 'যাহিরাতুল ইরজা' গ্রন্থটি রচনা করেন। শায়খ আল-আলবানী এর প্রতিবাদে 'আর-রদ্দু 'আলা কিতাবি যাহিরাতিল ইরজা' গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে কুরআন-হাদীসের আলোকে মুরজিয়া ফিরকার বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের অসারতা তুলে ধরেছেন।

### ইসলামী জীবন আচরণ ও তার ফিকহী বিধান বিষয়ক গ্রন্থসমূহ

মুসলিম উম্মাহ তাদের বাস্তব কর্মজীবনে শর'ঈ বিধি-বিধান তথা কুরআন-হাদীসের মূলধারা থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে মুসলিম উম্মাহর জীবন আচরণে সৃষ্টি হয়েছে মতদ্বৈততা ও নানাবিধ বিভক্তি-বিভাজন। কুরআন-হাদীসের মূলধারা থেকে মুসলিম উম্মাহ ক্রমশ দূরে চলে যাওয়ার কারণে তাদের মাঝে ইসলামের মৌলিক ইবাদাহ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ অন্যান্য জীবন-ঘনিষ্ঠ বিষয় যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ, পর্দা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়েও শর'ঈ বিধি-বিধানের নানান দৃষ্টিভঙ্গি জন্মলাভ করেছে। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. এ সমস্যাটি যথাথভাবে অনুভব করেন এবং তা নিরসনে, মুসলিম উম্মাহর মাঝে দূরত্ব দূরীকরণ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়ে উম্মাহকে কুরআন-হাদীসের মূলধারায় ফিরেয়ে আনার প্রয়াসে উপরোক্ত বিষয়সমূহ নির্বাচন করে হাদীসের আলোকে বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এক. 'তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবূরি মাসাজিদা' (تحذير الساجد من إتخاذ القبور مساجد) । গ্রন্থটিতে কবরস্থানে নামায বৈধ না অবৈধ তা নিয়ে



হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। দুই. 'আদাবুয্ যিফাফ ফিস সুন্নাতিল মুতাহ্হারাহ' (آداب الزفاف في السنة المطهرة) । গ্রন্থটিতে বিবাহ অনুষ্ঠান, বিবাহ উত্তর বাসর রাতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহার ও বিবাহকেন্দ্রিক নানাবিধ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের আলোকে চমৎকারভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তিন. 'আল আয়াত ওয়াল আহাদীস ফি যাম্মিল বিদ'আহ' (الأيات والأحاديث في ذم البدعة) । বিদ'আতের পরিচয় ও পরিণতি সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। চার. 'আহাদীসুল বায়ঈ ওয়া আসারুহু' (أحاديث البيع وآثاره) । গ্রন্থটিতে হাদীসের আলোকে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাঁচ. 'আহাদীসুত তাহাররী ওয়াল বিনা 'আলাল ইয়াকীন 'আলাস সালাহ' (أحاديث التحري والبناء على اليقين على الصلواة) । ছয়. 'আহকামুল জানায়েয ওয়া বিদ'উহা' (أحكام الجنائز وبدعها) । গ্রন্থটিতে মৃত ব্যক্তির জানাযা, কাফন-দাফন, তার জন্য দু'আ ও স্মৃতিচারণ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। সাত. 'আহকামুর রিকায' (أحكام الركاز) । গ্রন্থটিতে গুপ্ত ধনের বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আট. 'ইযালাতুশ শুকূক 'আন হাদীসিল বুরূক' (إزالة الشكوك عن حديث البروك) । গ্রন্থটিতে সিজদায় উটের মত বসা সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাপারে বিদ্যমান সন্দেহ-সংশয় অপনোদন করা হয়েছে। নয়. 'আল-আজভিবাতুন নাফি'আহ 'আন আসইলাতি মাসজিদিল জামি'আহ' (الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة) । গ্রন্থটি শায়খ আল-আলবানী দামেশক বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে অনুষ্ঠিত দরসে যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, তা সংকলন করা হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। দশ. 'তাসহীহু হাদীসি ইফতারিস সায়িম কাবলা সাফারিহি বা'দাল ফাজরি ওয়ার রদ্দু 'আলা মান দ'আফাহু (تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر)। গ্রন্থটিতে (সফরে ইচ্ছুক) রোযাদারের ফাজরের পর সফরে বের হওয়ার পূর্বে রোযা ভেঙ্গে ফেলা সংক্রান্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা হয়েছে এবং যারা এ হাদীসকে দঈফ বলে মনে করেন তার জবাব দেয়া হয়েছে। এগার. 'হিজাবুল মারআতিল মুসলিমা' (حجاب المرءة المسلمة) । বার. 'সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি স.' (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) । গ্রন্থটিতে হাদীসে নববীর আলোকে সালাতের স্বরূপ নির্ধারণে একটি স্বার্থক প্রয়াস নেয়া হয়েছে। মহানবী স. যেভাবে সালাত আদায় করতেন, ধারাবাহিকভাবে তারই একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। তের. 'তামামুন নুসাহি ফি আহকামিল মাসহি' (تمام النصح في أحكام المسح)। মাসেহ সম্পর্কিত বিধি-বিধান সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ নসীহত। চৌদ্দ. 'আত-তামহীদু লি ফারদি রামাদান' (التمهيد لفرض رمضان) । পনের. 'জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ' (جلباب المرءة المسلمة في الكتاب والسنة) । কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে জিলবাব বা পর্দা প্রথা তথা মুসলিম নারীদের

পোষাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। ষোল. 'জাওয়াব হাওলাল আযানি ওয়া সুন্নাতিল জুম'আতি' (جواب حول الأذان وسنة الجمعة) । সতের. 'হিজ্জাতুন নাবিয়্যি স.' (حجة النبي صلى الله عليه وسلم) । আঠার. 'হুকমু তারিকিস সালাত' (حكم تارك الصلواة) । গ্রন্থটিতে সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ. 'ফিকহুল ওয়াকিঈ' (فقه الواقع) । বিশ. 'সালাতুল ইসতিসকা' (صلاة الإستسقاء) । গ্রন্থটিতে ইসতিসকার সালাত ও এর নিয়ম সম্পর্কে শর'ঈ বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। একুশ. 'সালাতুত তারাবীহ' (صلاة التراويح) । গ্রন্থটিতে তারাবীহ সালাতের গুরুত্ব ও নিয়ম সম্পর্কে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। বাইশ. 'সালাতুল ঈদাইন ফিল মুসল্লা' (صلاة العيدين في المصلى) । গ্রন্থটিতে দুই ঈদের সালাত (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) ঈদগাহে পড়ার গুরুত্ব ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তেইশ. 'সালাতুল কুসূফ' (صلاة الكسوف) । গ্রন্থে সালাতুল কুসূফ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চব্বিশ. 'ফতওয়া হুকমি তাতাব্বুঈ আছারিল আম্বিয়া ওয়াস সালেহীন' (فتوى حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين) । পঁচিশ. 'কামূসুল বিদ'আহ' (قاموس البدعة) । ছাব্বিশ. 'কিয়ামু রামাদান' (قيام رمضان) । গ্রন্থটিতে রামযান মাসের গুরুত্ব ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাতাশ. 'আল-লিহিয়্যিাতু ফি নাযরিদ দীন' (اللحية في نظر الدين) । শরী'আতের দৃষ্টিতে দাড়ি রাখার বিধান আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। আটাশ. 'আল-মাহউ ওয়াল ইছবাতুল লাযি য়ূদ'আ বিহি ফি লায়লাতিন নিসফি মিন শা'বান' (المحو والإثبات الذي يدعى به في ليلة النصف من شعبان) , উনত্রিশ. 'মানাসিকুল হাজ্জি ওয়াল 'উমরাতি ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি ওয়া আছারিস সালাফ' (مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثارالسلف) । হজ্জ ও ওমরার বিধান সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। ত্রিশ. 'আহকামুল জুমু'আহ' (أحكام الجمعة) । গ্রন্থটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জুমু'আ সালাতের গুরুত্ব ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একত্রিশ. 'হাকীকাতুস সিয়াম' (حقيقة الصيام) সিয়ামের মর্মকথা ইত্যাদি।

এ পর্যায়ে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিশদ বর্ণনা সম্বলিত শায়খ আল-আলবানী রচিত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো:

**আত-তাওয়াস্সুল : আনওয়া'উহু ওয়া আহকামুহু**

'আত-তাওয়াসসুল: আনওয়া'উহু ওয়া আহকামুহু' (التوسل: أنواعه وأحكامه) কুরআন-হাদীসের আলোকে আকীদা বিষয়ে শায়খ আল-আলবানী রচিত একটি চমৎকার গ্রন্থ। ১৩৯২ হিজরী সনে দামিশক শহরে ইয়ারমুক ক্যাম্পে নিজ বাড়িতে মুসলিম যুবকদের সমাবেশে শায়খ আলবানী আকীদা বিষয়ে দুটি দরস প্রদান করেছিলেন। সে দরসে তিনি তাওয়াসসুল বা ওসীলা সম্পর্কে গবেষণাধর্মী এক



আলোচনার অবতারণা করেন। বর্তমান গ্রন্থটি মূলত সেই আলোচনারই সংকলন। ১৫৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটি ৪টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত।

প্রথম অনুচ্ছেদে কুরআন-হাদীসের আলোকে তাওয়াস্সুল বা ওসীলাহ শব্দটির অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি তাওয়াস্সুলের শ্রেণি বিন্যাস বর্ণনা করেন। তিনি তাওয়াস্সুলকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগ সৃষ্টিগত উপায়-উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় প্রকার ওসীলা শরী'আহ তথা কুরআন-হাদীস কর্তৃক বর্ণিত। ওসীলার ক্ষেত্রে যে সব উপায়-উপকরণ অবলম্বন করলে জীবন কর্মে সফল হওয়া যাবে, তা কুরআন-হাদীসে বিধৃত হয়েছে।[১২] সৃষ্টিগত উপায়-উপকরণকে বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্নে তিনি আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য হল হালাল উপায়, পক্ষান্তরে সুদ হল হারাম উপায়। শায়খ আল-আলবানী বলেন, মানুষ অনেক সময় কল্পনা করে যে, অমুক ওসীলায় জীবনে এ সফলতা এসেছে। তা আসলে সত্য নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি কুরআন-হাদীসের আলোকে অনেক উদাহরণ-উপমা উপস্থাপন করেন। যেমন এমন ধারণা পোষণ করা যে, রাতে নখ কাটলে ক্ষতি হয়। সত্যিই জীবনে যদি কোন ক্ষতি হয়, তবে এর কারণ হিসেবে রাতে নখ কাটাকে দায়ী করা সঠিক নয়।[১৩] শায়খ আল-আলবানী আরো বলেন, অনেকে পীর-বুযুর্গদের মাজারে গিয়ে অনেক বিষয়ের আকাংখা করেন, তাদেরকে ওসীলাহ মনে করেন। অনেকে আবার গণকদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করেন। শায়খ আল-আলবানী বলেন, এগুলো শর'ঈ বিধানসম্মত নয়। এরপর তিনি শর'ঈ বিধানসম্মত ওসীলাহ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে সবিস্তর আলোচনা করেন।[১৪]

তৃতীয় অনুচ্ছেদে শায়খ আল-আলবানী শর'ঈ বিধি-বিধানসম্মত ওসীলার স্বরূপ ও ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নাম উল্লেখপূর্বক ব্যক্তির নিজের দু'আ বা প্রার্থনা এবং ব্যক্তির সৎ আমল তার জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের কিংবা পরকালীন জীবনে নাজাতের ওসীলাহ হতে পারে। সেই সাথে কোন বুযুর্গ বা পরহেযগার ব্যক্তির কাছে দু'আ কামনা করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে পরহেযগার লোকের দু'আ ব্যক্তি বিশেষের জন্য উপকারে আসতে পারে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি কারো জন্যে ওসীলাহ হতে পারেন না বরং ওসীলাহ হল তার দু'আ।[১৫] তাওয়াস্সুল-এর এ ধারণাই শর'ঈ বিধি-বিধানসম্মত। হাদীস তাখরীজ করে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে এমনটিই প্রমাণ করেছেন শায়খ আল-আলবানী রহ.।

---

১২. শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আত-তাওয়াসসুল: আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু*, বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৫ হি./ ১৯৭৫ খ্রি., পৃ. ১৫-১৮

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি বাতিলপন্থী পীর-ফকিরদের নানাবিধ সন্দেহ-সংশয় তুলে ধরেন এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করেন। তিনি ইলম হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেন যে, তারা এসব বিষয়ে যে সব হাদীসের উপর নির্ভর করেছে, সেগুলো হয় দুর্বল কিংবা মওদূ' তথা বানোয়াট।[১৬]

শায়খ আল-আলবানীর তাওয়াস্সুল বিষয়ক এ গ্রন্থটি নি:সন্দেহে ব্যতিক্রম। ইতঃপূর্বে তাওয়াস্সুলের ধরন, প্রকৃতি, ভেদ-বিভাজন উল্লেখ করে তাওয়াস্সুল বিষয়ে অধিকতর হাদীসনির্ভর আলোচনার মাধ্যমে এত সুন্দর, স্পষ্ট, সাবলীল ও সুবিন্যস্ত গ্রন্থ কেউ রচনা করেননি। এ ক্ষেত্রে শায়খ আল-আলবানী বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার। এ গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। গ্রন্থটি শায়খ আল-আলবানীর শিষ্য মুহাম্মদ ঈদ আল-আব্বাসী তাহকীক করেছেন। ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বের হয়। পরবর্তীতে বৈরুতের আল-মাকতাবুল ইসলামী থেকে এটি একাধিকবার প্রকাশিত হয়।

### তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবূরি মাসাজিদা

শায়খ আল-আলবানী রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে 'তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবূরি মাসাজিদা' (تحذير الساجد من إتخاذ القبور مساجد) একটি মৌলিক গ্রন্থ। হাদীস তাখরীজের বাইরে এটিই তার প্রথম রচনা। উল্লেখ্য, শায়খ আল-আলবানীর পিতা শায়খ নূহ দামিশকের মসজিদে উমাবীর ইমাম ছিলেন। শায়খ আল-আলবানী জানতে পারেন যে, এ মসজিদটি কবরের উপর নির্মিত হয়। তারপর আল-আলবানী বিষয়টি তার উস্তাদ শায়খ বুরহানীকে অবহিত করেন এবং উক্ত মসজিদে সালাত বৈধ হবে না বলে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু শায়খ বুরহানী বিষয়টি এতটা গুরুত্ব দেননি। এরই প্রেক্ষিতে শায়খ আল-আলবানী উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি আল-মাকতাবুল ইসলামী থেকে ১৩৭৭ হিজরী সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। শায়খ আল-আলবানী উল্লেখ করেন, গ্রন্থটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিষয়ের আলোচনা অবতারণা করা হয়েছে। এক. কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের শর'ঈ হুকুম বা বিধান, দুই. কবরের উপর নির্মিত মসজিদে সালাত পড়ার হুকুম বা বিধান।[১৭]

এ গ্রন্থটিকে সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে কবরকে মসজিদে পরিণত করা বা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করার মানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, কবরকে মসজিদে পরিণত করা কবীরা

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-১৫৭

১৭. শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবূরি মাসাজিদা*, বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সং., ১৪০২ হি., পৃ. ৬



গুনাহ। চতুর্থ অধ্যায়ে কতিপয় সন্দেহ-সংশয়ের জবাব প্রদান করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কবরকে মসজিদে পরিণত করা হারাম ঘোষণার হিকমত ও রহস্য বিধৃত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, কবরের উপর সালাত পড়া মাকরূহ। সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, পূর্বোক্ত হুকুম বা বিধান মসজিদে নববী ব্যতীত সকল মসজিদকেই অন্তর্ভুক্ত করবে। এভাবে উপরোক্ত সাতটি অধ্যায়ের মাধ্যমে উক্ত গ্রন্থটিতে কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা এবং নির্মিত মসজিদের উপর সালাত পড়ার শর'ঈ হুকুম বা বিধান সবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

### আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদ'উহা

ফিকহুল হাদীস বিষয়ে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর রহ. এক অনবদ্য গ্রন্থ হল 'আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদ'উহা' (أحكام الجنائز وبدعها)। ১৩৭৩ হিজরী সনে ১১ ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার জনৈক সম্মানিত ব্যক্তির আত্মীয়ের জানাযার পর ঐ ব্যক্তি শায়খ আল-আলবানীকে জানাযা তথা মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি সম্বন্ধে শর'ঈ বিধি-বিধান সংকলন করে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনার অনুরোধ জানান। শায়খ আল-আলবানী বলেন, আরব-অনারব বিশ্বের অনেক ব্যক্তি, যারা সুন্নতে নববীর একনিষ্ঠ অনুসারী, তারাও এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আমাকে এ সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনার আবেদন জানান।[১৮] শায়খ আল-আলবানী নিজেও মৃত ব্যক্তির জানাযা, কাফন-দাফন, তার জন্য দু'আ ও স্মৃতিচারণ ইত্যাদি বিষয়ে সমাজে প্রচলিত বহুবিধ রসম-রেওয়ায প্রত্যক্ষ করেন। যা রাসূলুল্লাহর স. সুন্নাহ পরিপন্থী এবং বিদ'আত। এসব বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করা এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক বিষয় অবহিত করা তিনি তাঁর কর্তব্য মনে করেন। আর এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই শায়খ আল-আলবানী এ গ্রন্থটি রচনা করেন। শায়খ আল-আলবানী তাঁর এ গ্রন্থটিকে দুটো ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগে তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় বিষয় সম্পর্কে আঠারটি শিরোনামে ১২৬টি আহকাম বা বিধি-বিধান বিধৃত করেন। দ্বিতীয় ভাগে তিনি জানাযা ও কাফন-দাফন ইত্যাদি বিষয়ে সমাজে প্রচলিত কতিপয় বিদ'আতের কথা আলোচনা করেন। ১৩৮২ হিজরী সনে ১৯ রবিউস সানী রবিবার দুপুর বেলায় দামিশকে বসে এ সংকলনটি সম্পন্ন করেন।[১৯] গ্রন্থটির প্রথম ভাগ বা আহকাম অংশের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১৮. এ প্রসঙ্গে শায়খ আল-আলবানীর বক্তব্যটি নিম্নরূপ: وبذالك أكون قد حققت رغبة ذلك الأخ العزيز الذي كان السبب المباشر لتأليف الأحكام كما كنت ذكرت ذلك في المقدمة وهي رغبة يشاركه فيها الكثيرون من محبي السنة النبوية والحريصين على إحيائها في مختلف بلاد الدنيا عربا وعجما. -মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *তালখীসু আহকামিল জানাইয*, আম্মান: আল-মাকতাবুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০২ হি., পৃ. ৩

১৯. আল-আলবানী, তালখীসু আহকামিল জানাইয, পৃ. ৩০১

এ অংশে মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির প্রতি করণীয় এবং সেইসাথে মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তি বা কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সহীহ হাদীস উল্লেখ করে সেটির তাখরীজ করা হয়েছে। হাদীসের আলোকে বিধি-বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে পূর্বেকার মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলোচনার পাশাপাশি এসব বিষয়ে বিভিন্ন ফিকহী গ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা হাদীসের আলোকে বিধানসমূহ অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে একত্রিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে বিদ্যমান নানাবিধ ইখতিলাফ বা মতানৈক্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তিনি সরাসরি হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদানের চেষ্টা করেছেন। জানায়িয সম্পর্কে হাদীসের আলোকে বিধি-বিধানের এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চমৎকার গ্রন্থ।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশ বস্তুত এর মূল বিষয় বিধৃত করেছে। এ অংশে তিনি জানাযা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিদ'আতের কথা পুরাতন-নতুন যে সব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তা সংকলন করেছেন। তিনি যে সব গ্রন্থ থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তন্মধ্যে ইবন হাযমের 'আল-মুহল্লা' (المحلى), ইবনুল হাজ্জ এর 'আল-মাদখাল' (المدخل), ইমাম শাতিবীর 'আল-ই'তিসাম' (الاعتصام), আবূ শামা এর 'আল-বা'ঈস 'আলা ইনকারিল বিদঈ' ওয়াল হাওয়াদিস' (الباعث على انكار البدع والحوادث), শায়খ আলী মাহফূযের 'আল-ইবদা' ফী মাদাররিল ইবতিদা'' (الإبداع في مضار الإبتداع), রশীদরেদার 'তাফসীরুল মানার', ইবনুল হুমাম এর 'ফাতহুল কাদীর' (فتح القدير) ও ইবনুল জওযীর 'তালবীসু ইবলিস' (تلبيس إبليس) এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া শায়খ আল-আলবানী নিজেও কতিপয় বিদ'আতের কথা উল্লেখ করেন। এসব বিদ'আত বর্ণনায় তিনি কোন গ্রন্থের হাওয়ালা দেননি। এতে প্রমাণিত হয়, এগুলো শায়খ আল-আলবানীর নিজস্ব মতামত এবং তাঁর দৃষ্টিতে এগুলো বিদ'আহ। এ গ্রন্থটি প্রকাশের পর বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। শায়খ আল-আলবানী গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে একে পাঠক সমাজে আরো সহজলভ্য করার জন্য ১৪০২ হিজরী সনে তিনি এ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত করেন। এবং সে বছরেই গ্রন্থটি জর্ডানের আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত হয়।

**আদাবুয যিফাফ ফীস সুন্নাহ আল-মুত্বাহ্হারা**

হাদীসের আলোকে সমাজ-সংস্কার ও শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে শায়খ আল-আলবানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো 'আদাবুয যিফাফ ফিস সুন্নাহ আল-মুত্বাহ্হারাহ' (آداب الزفاف في السنة المطهرة)। যিফাফ অর্থ বাসর তথা বিবাহের 'আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মিলনক্ষণ। এজন্য বাসর রাতকে আরবীতে 'লাইলাতুয যিফাফ' (ليلة الزفاف) বলা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠান, বিবাহোত্তর স্বামী-স্ত্রীর বাসর তথা বিবাহকেন্দ্রিক নানাবিধ বিষয়ে আধুনিক যুগে মুসলিম সমাজে প্রবিষ্ট হয়েছে বহু রকম অপসংস্কৃতি।



এসব কুসংস্কার থেকে মুসলিম উম্মাহকে বের করে এনে বিবাহ অনুষ্ঠানের মত পবিত্র বিষয়ে মুসলিম উম্মাহকে সুন্নতে নববীর উপর প্রতিষ্ঠিত করাই হল ঈমানের দাবী। আর এ দাবী পূরণের লক্ষ্যেই শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. 'আদাবুয যিফাফ' গ্রন্থটি রচনা করেন।

শায়খ আল-আলবানী দামিশকে অবস্থানকালীন সময়ে অনেকের বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসব বিবাহ অনুষ্ঠান এবং বিবাহোত্তর বাসর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সমাজে যে সব কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, তা নিয়ে তিনি বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতেন। শায়খ আল-আলবানীর একজন বন্ধু হলেন শায়খ আব্দুর রহমান আলবানী। তিনি শায়খ আল-আলবানীকে স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. এর আদর্শের আলোকে একটি পুস্তিকা রচনার আবেদন জানান। শায়খ আল-আলবানী তার বন্ধুর আবেদনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

শায়খ আল-আলবানী গ্রন্থটিতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। যেমন বাসর রাতে স্ত্রীর সাথে স্বামীর সদয় ব্যবহার, স্ত্রীর মাথায় হাত রাখা ও তার জন্য দু'আ করা, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক সাথে সালাত আদায় করা, সহবাসের নিয়মাবলি, সহবাসের পর ঘুমানোর পূর্বে অজু করা, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে গোসল করা, আযলের বৈধতা, স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংক্রান্ত গোপন তথ্য ফাঁস না করা ও ওলীমা প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থটিতে সহীহ হাদীসের আলোকে চমৎকার আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে শায়খ আল-আলবানী নারীদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার অবৈধ বলেছেন। শায়খ আল-আলবানীর এরূপ মন্তব্যে তিনি কঠোর সমালোচনার শিকার হন।

**সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি স.**

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে গোটা বিশ্বের মুসলিম সমাজে যে সব গ্রন্থ আলোড়ন সৃষ্টি করে, তন্মধ্যে 'সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি স.' (صفة صلاة النبي صلى الله علية وسلم) গ্রন্থটি অন্যতম। যার রচয়িতা হলেন শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হাদীসে নববীর আলোকে সালাতের স্বরূপ নির্ধারণে এটি একটি স্বার্থক প্রয়াস। মহানবী স. যেভাবে সালাত আদায় করতেন, ধারাবাহিকভাবে তারই একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। শায়খ আল-আলবানী গ্রন্থটির নাম রাখেন, صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها -'তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত নবী পাক স.-এর সালাতের স্বরূপ, যেন আপনি তা প্রত্যক্ষ করছেন'। সালাতের উপর এ ধরনের গ্রন্থ ইতঃপূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি।

বিংশ শতাব্দির ষাটের দশকে শায়খ আল-আলবানী দামিশকে সালাফীদের মজলিসে নিয়মিত দরস প্রদান করতেন। এভাবে প্রায় চার বছর অতিবাহিত হয়। এরই মাঝে

কোন একদিন তিনি হাফিয মুনযিরীর 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' নামক গ্রন্থের কিতাবুস সালাত (كتاب الصلواة) অংশের পাঠ দান করেন। তাতে ইসলামী যিন্দিগীতে সালাত যে কত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ ইবাদত, তা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেন। তিনি তাঁর দরসে অংশগ্রহণকারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সালাতের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান এবং এ ইবাদতের মাধ্যমে কাঙ্খিত সওয়াব অর্জন করা সম্ভব নয়, যদি না সে সালাত সেভাবে আদায় করা হয়, যেভাবে রসূলুল্লাহ স. আদায় করেছেন। মহানবী স. বলেন, صلوا كما رأيتموني أصلي -অর্থাৎ তোমরা তেমনিভাবে সালাত পড়, যেমনিভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখেছ।[২০] শায়খ আল-আলবানী বলেন, আমার ধারণা হল, সালাতের ক্ষেত্রে যে যতটুকু রসূলুল্লাহ স.-এর সালাতের পদ্ধতি অনুসরণ করবে, সে ততটুকুই সওয়াব অর্জন করবে। এ রকম এক বাস্তবতা অনুধাবনের পরেই শায়খ আল-আলবানী এ গ্রন্থটি রচনা করেন। শায়খ আল-আলবানী আরো বলেন, সালাতের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাহ ও নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে প্রচুর মতপার্থক্য বিদ্যমান। তাছাড়া মহানবীর সালাত সম্পর্কে আলিমদের হাদীসনির্ভর বক্তব্যগুলো বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান। যা পাঠ করে এ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা সাধারণ পাঠকবৃন্দের জন্য কঠিনই বটে।[২১] সুতরাং শায়খ আল-আলবানীর দৃষ্টিতে সালাতের ব্যাপারে এ রকম একটি গ্রন্থ রচনা করা দরকার, যা পাঠ করে পাঠকবৃন্দ সহজেই সালাতের আদ্যোপান্ত সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন। অধিকন্তু শায়খ আল-আলবানী মনে করেন, হাদীসসমূহই সালাত সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের মূল উৎস হওয়া উচিত।[২২] সুতরাং মুসলমানরা যেন সহীহ হাদীসের আলোকে সালাত সম্পর্কে সহজেই জ্ঞান আহরণ করতে পারেন, এ চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করেই শায়খ আল-আলবানী 'সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি' গ্রন্থটি রচনা করেন।

শায়খ আল-আলবানীর এ গ্রন্থটি প্রধানত হাদীসনির্ভর। মাঝে মাঝে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াতের উদ্ধৃতি রয়েছে। শায়খ আল-আলবানী দাবি করেন, গ্রন্থটিতে এমন সব হাদীসের ব্যবহার করা হয়েছে, যা সহীহ ও সুপ্রমাণিত। গ্রন্থটির শুরু একটি ভূমিকার মাধ্যমে। গ্রন্থটির উপরের অংশে মূল ভাষ্য, নীচে টীকা-টিপ্পনী। যা সংযোজন করেন শায়খ আল-আলবানী নিজেই। টীকায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যাসহ গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত হাদীসসমূহের তাখরীজ করেন। মূল আলোচনায় শায়খ

[২০] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-আযান, পরিচ্ছেদ: আল-আযান লিল-মুসাফিরি..., বৈরূত: দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., খ. , পৃ. , হাদীস নং-৬০৫

[২১] শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি স.*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪১১ হি., পৃ. ৩৬-৩৭

[২২] প্রাগুক্ত



আল-আলবানী নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করেননি। শুধুমাত্র সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করে করেছেন। শায়খ আল-আলবানী মনে করেন, পূর্বেকার ও বর্তমান সকল মুহাদ্দিসের এটিই মাযহাব যে, তারা কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করেন। এ প্রসঙ্গে শায়খ আল-আলবানী গ্রন্থটির ভূমিকাতে চার মাযহাবের ইমামদের বিভিন্ন উদ্ধৃতি বিধৃত করেন। যেমন ইমাম আবূ হানীফা বলেন, إذا صح الحديث فهو مذهبي -অর্থাৎ যখন কোন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হবে, সেটিই আমার মত ও পথ।[২৩] শায়খ আল-আলবানী ১৩৮১ হিজরী সনে এ গ্রন্থটির কাজ সমাপ্ত করেন। এ বছরেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাঁর এ গ্রন্থটি গোটা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এটি সালাত আদায়ে মুসলিম সমাজকে সুন্নতে নববীর অনুসরণের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।

**জিলবাবুল মার'আহ আল-মুসলিমাহ ফিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ**

শায়খ আল-আলবানীর সম-সাময়িক মুসলিম বিশ্বে, বিশেষত সিরিয়া, ইরাক ও মিসরে নারী সমাজের পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে দুটো চরম পন্থা বিরাজমান ছিল। একদিকে হাত, মুখসহ সারা শরীর ঢেকে কঠোর পর্দা অনুশীলনের প্রবণতা যে রকম লক্ষণীয়, আবার অন্যদিকে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে উন্নাসিকতা এবং বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনার উন্মাদনায় গা ভাসিয়ে দেয়ার দৃশ্যটিও পরিদৃষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের সঠিক ফায়সালা কি, তা জানার জন্য লোকেরা আলিমদের দ্বারস্থ হতো।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের শেষের দিকে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর জনৈক বন্ধুর বিবাহ অনুষ্ঠান আসন্ন হলে ঐ বন্ধুটি কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে পর্দা প্রথা তথা মুসলিম নারীদের পোষাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা রচনার অনুরোধ জানান। তিনি তাঁর বন্ধুর আহবানে সাড়া দিয়ে 'হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ' (حجاب المرءة المسلمة) নামক পুস্তিকাটি রচনা করেন।[২৪] ১৩৭০ হিজরী সনে গ্রন্থটি 'আল-মাকতাবুল ইসলামী' নামক সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়।

পুস্তিকাটিতে শায়খ আল-আলবানী প্রধানত নারীদের আপাদমস্তক আবৃতকারী পোষাক তথা চাদর বা বোরকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল-কুরআনের ভাষায়

[২৩] *হাশিয়া ইবন আবেদীন*, খ. ১, পৃ. ৬৩

[২৪] শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ ফিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ*, আলগুরিয়াহ, মিসর: দারুস সালাম লিত ত্বব'আতি ওয়ান নাশরি, ১৪২৩ হি., পৃ. ৩৫-৩৬

যাকে জিলবাব বলা হয়েছে।[২৫] আর এ জিলবাবের স্বরূপ নির্ধারণে শায়খ আল-আলবানী আটটি শর্ত আরোপ করেন।

এক. استيعاب جميع البدن إلا ما استثنى -পোষাকটি এরকম হবে যার মাধ্যমে সততই যা প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত সমস্ত দেহ আবৃত থাকবে;

দুই. أن لايكون زينة في نفسه -পোষাকটি চাকচিক্যময় হবে না;

তিন. أن يكون لايشف صفيقا -পোষাকটি পাতলা হবে না;

চার. ان يكون فضفاضا غير ضيق -পোষাকটি ঢিলেঢালা হওয়া, আঁটসাট বা সংকীর্ণ না হওয়া;

পাঁচ. ان لايكون مبخرا مطيبا -পোষাকটি সুগন্ধি যুক্ত না হওয়া;

ছয়. أن لايشبه لباس الرجل -পোষাকটি পুরুষদের পোষাক সদৃশ না হওয়া;

সাত. ان لايشبه لباس الكافرات-পোষাকটি কাফির মহিলাদের পোষাক সদৃশ না হওয়া;

আট. ان لايكون لباس شهرة -পোষাকটি খ্যাতিজনক না হওয়া।[২৬]

শায়খ আল-আলবানী জিলবাবের স্বরূপ আবিষ্কারে যে শর্তসমূহ আরোপ করেছেন, তিনি এর সমর্থনে প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোর তাখরীজও করেছেন। শায়খ আল-আলবানী বিভিন্ন হাদীসের আলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এ পোষাক দ্বারা নারীদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কব্জিসহ আবৃত করা ওয়াজিব নয়। বরং তাঁর মতে, নারীরা ঘরের বাহিরে গেলেও তাদের জন্য মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত খোলা রাখা জায়িয। তাঁর এ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি হাদীসের পাশাপাশি আল-কুরআনের সূরা আন-নূর এর **৩১** নম্বর আয়াতটিও দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন।[২৭]

ইরশাদ হয়েছে:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ

অর্থাৎ এবং আপনি ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সতত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।[২৮]

---

২৫. আল-কুরআন, সূরা আহযাব, ০৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

২৬. *জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ*, পৃ. ২১৩-২১৬

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

২৮. আল-কুরআন, ২৪ : ৩১



সাহাবীরা এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস রা.-এর মতামতসহ মহানবী স. এর সামনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরেছেন। যেমন বিদায় হজ্জের দিবসে ফদল ইবন আব্বাস রা. এক যুবতীর দিকে দৃষ্টি দিলে মহানবী স. ফদল ইবন আব্বাসের চেহারা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। কিন্তু ঐ মহিলাকে তার মুখমণ্ডল আবৃত করার নির্দেশ দেননি।[২৯] এতে প্রমাণিত হয়, মহিলাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা অপরিহার্য নয়।

মূলত মহিলাদের মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত পর্দার অন্তর্ভুক্ত কি না, এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, মহিলাদের মুখমণ্ডল সতরের অন্তর্ভুক্ত, যা খোলা রাখা জায়িয নয় বরং খোলা রাখা হারাম। আরেকদল আলিম বলেন, মুখমণ্ডল ঢেকে রাখাই বিদ'আত এবং এটি দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি।[৩০] শায়খ আল-আলবানী এ দু' শ্রেণীর আলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কার করার চেষ্টা করেছেন। শায়খ আল-আলবানীর মতে, মুখ ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয় বরং খোলা রাখা জায়িয। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ঢেকে রাখা জায়িয নেই। বরং তাঁর বক্তব্য হল, মহিলাদের মুখ ঢেকে রাখাই উত্তম। তিনি বলেন:

أنني بجانب تقريري أن الوجه ليس بعورة.....قد قررت أن الستر هو الأفضل.

অর্থাৎ মুখমণ্ডল সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, আমি আমার এ বক্তব্যের পাশাপাশি এ সিদ্ধান্তও দিয়েছি যে, মুখমণ্ডল ঢেকে রাখাই উত্তম।[৩১]

এ গ্রন্থের মাধ্যমে শায়খ আল-আলবানী মহিলাদের মুখ ও হাত খোলা রাখা বৈধ ফতওয়া দেয়ার পর বিষয়টি আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং আলিমদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কেউ কেউ গ্রন্থটির সমালোচনা করেন এবং শায়খ আল-আলবানী এসব সমালোচনার জবাবও প্রদান করেন। তাছাড়া শায়খ আল-আলবানী গ্রন্থটির পূর্ববর্তী নামও পরিবর্তন করেন। গ্রন্থটির পূর্বের নাম ছিল, 'হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ' (حجاب المرءة المسلمة)। পরবর্তীতে তিনি এ গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'জিলবাবুল মারআহ আল-মুসলিমাহ ফীল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' (جلباب المرءة المسلمة في الكتاب و السنة)।[৩২]

---

২৯. *জিলবাবু মারআতিল মুসলিমাহ*, পৃ. ৬১-৬২

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৩২. শায়খ আল-আলবানীর মতে, হিজাব শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক। এটি সব ধরনের পর্দা ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিশেষত ঘর বা বাড়ীতে বা অন্য কোন জায়গায় যে পর্দা বা আড়াল তৈরি করা হয়, তাকে হিজাব বলে। অন্যদিকে জিলবাব পর্দার অংশ হলেও এটি বিশেষভাবে মুসলিম নারীর পোষাকের সাথে সম্পৃক্ত। যে কারণে শায়খ আল-আলবানী ১৪১২ হিজরী সনে প্রকাশিত এ গ্রন্থটির নতুন সংস্করণে এর নামকরণে 'হিজাব' শব্দটির পরিবর্তে 'জিলবাব' শব্দটি ব্যবহার করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, শায়খ আল-আলবানী মুসলিম উম্মাহর জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর আমল করার পথকে সহজ ও সুগম করার লক্ষ্যে সহীহ হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান সম্বলিত এসব গ্রন্থ রচনা করেন। ফলে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি বিশ্বময় জনপ্রিয়তা লাভ করে।

### খ. সহীহ হাদীস সংকলনে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়

শায়খ আল-আলবানী রহ. সহীহ এবং দঈফ ও মওদূ' হাদীসের পৃথক দুটো সংকলন রচনা করেন। তিনি সহীহ হাদীসের সংকলনে কখনো কখনো হাদীসের বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম ব্যবহার করেছেন, কখনো হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবার কখনো কোন মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করেছেন। শায়খ আল-আলবানী সহীহ হাদীস সংকলনে আকীদা, ইবাদত, আখলাক ও ইতিহাসসহ নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং এসব বিষয়ে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান বিধৃত করেছেন ও তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন।

### আকীদা বিষয়ক শর'ঈ বিধি-বিধান

সহীহ হাদীস সংকলনে আকীদা বিষয়ক নানাবিধ প্রসঙ্গে বিস্তর আলোচনা করে এ বিষয়ে শর'ঈ বিধি-বিধান বিধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় ও বিধৃত শর'ঈ বিধি-বিধানের সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হল। এক. বান্দার কাজের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ, শায়খ আল-আলবানী তাঁর আলোচনায় এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। দুই. আসমান-জমিন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ওয়াজিব। তিন. আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা। চার. আল্লাহর সিফাত মেনে নিলে তাশবীহ হয় না। পাঁচ. মুসলমানদের যে সব সন্তান ছোট অবস্থায় বা শিশুকালে মারা যায়, তারা জান্নাতে যাবে। ছয়. ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। সাত. কাবার নামে হলফ করা জায়িয নয়। আট. জাযীরাতুল আরবে তওহীদ জীবিত থাকবে। নয়. দুনিয়ার কোন কিছু আল্লাহর নামে চাওয়া বৈধ নয় এবং আল্লাহর নামে কিছু প্রার্থনা করলে, তা প্রদান না করা বৈধ নয়। দশ. ঝাড়ফুঁক সংক্রান্ত আলোচনা এবং তাবিয-কবয পরিধান করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এগার. কারবালাকে পবিত্র মনে করা বৈধ নয়। বার. রাফেযীদের মতামত খণ্ডন। তের. আল্লাহর ওলীদের আলামতসমূহ। চৌদ্দ. নূরে মুহাম্মদী অনাদি নয় এবং যারা নূরে মুহাম্মদীকে অনাদি বলে বা প্রথম সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করে, তাদের মতামত খণ্ডন। পনের. কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত মতামত খণ্ডন। ষোল. বাতাসকে অভিশাপ দেয়া নিষিদ্ধ।

### ইবাদত বিষয়ক শর'ঈ বিধি-বিধান

সহীহ হাদীসের সংকলনে শায়খ আল-আলবানী ইবাদত সম্পর্কে নানাবিধ শর'ঈ বিধি-বিধান বিধৃত করেছেন। তন্মধ্যে কিছু বিষয়ের সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হল। এক. অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা বৈধ। দুই. গোসল ও ওযুতে



পানি ব্যবহারে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে হবে। তিন. ওযু করার সময় দুই কান মাসেহ করা ফরয, তবে মাথা মাসেহ করার পানি দিয়ে কান মাসেহ করলেই যথেষ্ট হবে। চার. ওযু করতে গিয়ে বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে তারতীব অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়। পাঁচ. মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার বিধান। ছয়. রফউল ইয়াদ তথা সালাতে হাত উঠানো সংক্রান্ত আলোচনা। সাত. সালাত রত অবস্থায় অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করা বৈধ। আট. সালাত রত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়ার নিয়ম। নয়. ছাগল পালনের জায়গায় সালাত আদায় করা জায়িয। দশ. সালাত ছেড়ে দেয়ার ভয়ানক পরিণতি। এগার. সালাত পরিত্যাগকারীর ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান। বার. প্রয়োজনে মুকীম অবস্থায় তথা মুসাফির না হয়েও দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করার বিধান। তের. সালাতের জন্য সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান সম্পর্কিত বিধান। চৌদ্দ. সালাতের কাতার সোজা করার সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত করা সম্পর্কিত আলোচনা। পনের. সালাতুল বিতর সুন্নত হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা। ষোল. ইমাম সাহেব আমীন উচ্চ স্বরে বলার বিধান সম্পর্কে আলোচনা। সতের. একজন ইমামের ডানে সোজাসুজি দাঁড়ানো সুন্নত। আঠার. ফজরের সালাত জামাতে পড়ার ফযীলত সংক্রান্ত আলোচনা। উনিশ. ঈদের সালাত আদায়ের লক্ষ্যে সকাল সকাল বের হওয়া। বিশ. ঈদের খুতবা দেয়ার সময় হাতে লাঠির উপর নির্ভর করা। একুশ. জুমু'আর সালাতের আদবসমূহ। বাইশ. অর্থের বিনিময়ে কুরআন তিলাওয়াত হারাম। তেইশ. মুশরিককে দাফন করার বিধান। চব্বিশ. কাফিরের উপর যাকাত ফরয নয়। পঁচিশ. পাঁচ বছর অন্তর হজ্জ আদায় করা। ছাব্বিশ. হজ্জে মহিলাদের চুল খাট করার বিধান। সাতাশ. মুসলিম পিতার পক্ষ থেকে সওম ও সদকা আদায় করার বিধান। আটাশ. সফর অবস্থায় সওম পালনকারীর উপর সওম ভঙ্গকারীর মর্যাদা। উনত্রিশ. রমযান মাসে সওম পালন অবস্থায় নিজের স্ত্রীকে চুম্বন করা বৈধ। ত্রিশ. ফজরের আযান না হওয়া সত্ত্বেও খাবার থেকে বিরত থাকা বিদ'আত। একত্রিশ. তারাবীহ এর সালাতের রাক'আতের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা। বত্রিশ. জিহাদ সম্পর্কিত বিধান।

### আদব-আখলাক ও মু'আমালাত সম্পর্কিত শর'ঈ বিধি-বিধান

সহীহ হাদীসের সংকলনে আদব-আখলাক সম্পর্কিত শর'ঈ বিধি-বিধানও আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু বিষয়ের সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হল। এক. সৌজন্য ও শিষ্টাচারসমূহ। দুই. সন্তান লালন-পালনের নিয়ম ও বিধান। তিন. খাদেমকে ক্ষমা করার বিধান। চার. পায়খানায় যাওয়ার আদবসমূহ। পাঁচ. সফরের আদবসমূহ। ছয়. বসার আদব। সাত. রাস্তার পার্শ্বে বসার আদবসমূহ। আট. খাওয়া-দাওয়ার আদবসমূহ। নয়. প্রচণ্ড গরম খাবার না খাওয়া। দশ. পরিত্যক্ত খাবার খাওয়ার বিধান। এগার. সাদা চুলওয়ালা অর্থাৎ প্রবীণদেরকে সম্মান করা। বার. হাতে চুম্বন করা সুন্নত কিনা। তের. বৈঠক ও পরস্পর আলোচনার আদব। চৌদ্দ. সহজ পন্থা অবলম্বন ওয়াজিব। পনের. মুহাররামাত বা নিজ স্ত্রী, সন্তান ছাড়া অন্য মহিলাকে বিনা প্রয়োজনে

স্পর্শ করা হারাম। ষোল. মহিলাদের মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। সতের. অন্য কোন বিয়ে করবে না, কোন মেয়েলোক এ শর্তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে এ শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে। আঠার. ভালবাসার চিকিৎসা বিবাহ। উনিশ. কুমারী নারী বিয়ে করার নির্দেশ ও এর রহস্য। বিশ. জন্ম নিয়ন্ত্রণ মাকরূহ। একুশ. মুত'আ বিবাহ হারাম। বাইশ. স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। তেইশ. কোন মহিলা তার সন্তানের অধিক হকদার, সে মহিলা অন্য কোন বিবাহ করার পূর্ব পর্যন্ত। চব্বিশ. স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীদের সাথে কথোপকথন নিষিদ্ধ। পঁচিশ. হারাম দ্বারা চিকিৎসা হারাম। ছাব্বিশ. যালিমকে তার যুলুম থেকে বিরত রাখা ওয়াজিব। সাতাশ. সাদা চুলের রং পরিবর্তন করা জায়িয, তবে সাদা চুল কালো করা যাবে না। আটাশ. স্বর্ণ রৌপার পাত্র ব্যবহার করা হারাম। উনত্রিশ. মসজিদ চাকচিক্যময় করা মাকরূহ। ত্রিশ. কোন মুসলমানের একাকী সফর করার বিধান। একত্রিশ. প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত বিপন্ন মানুষকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করা ওয়াজিব। বত্রিশ. জমি ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতি নেই বা এটি মন্দ নয়। তেত্রিশ. কোন কিছু পান করার নিয়ম ও দাঁড়িয়ে পান করার বিধান।

**গ. হাদীস তাখরীজের পাশাপাশি হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান আলোচনা**

শায়খ আল-আলবানী প্রায় ৮০টি গ্রন্থের হাদীস তাখরীজ করেছেন। এসব হাদীস তাখরীজ করতে যেয়ে তিনি হাদীসের বিষয়বস্তু অনুসারে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে হাদীসের উপর দরস প্রদান করেছেন। এমনিভাবে তিনি হাদীসের আলোকে অসংখ্য ফতওয়া বা শর'ঈ বিধি-বিধান আলোচনা করেছেন। তাঁর এসব ফতওয়া বা শর'ঈ বিধি-বিধান ও দরসের সংকলনের কাজ অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিকভাবে তাঁর বিধৃত ফতওয়া বা শর'ঈ বিধি-বিধান ও দরসের এ সংকলনটি সমাপ্ত করা হয় বিশাল বিশাল আট খণ্ডে। যার নামকরণ করা হয়, 'মাজমূ' ফাতাওয়াউশ শায়খ আল-আলবানী ওয়া মুহাদারাতুহু' (مجموع فتاوي الشيخ الألباني ومحاضراته) হিসেবে। শায়খ আল-আলবানীর শিষ্যরা অনুমান করেন, তাঁর বিধৃত সব ফতওয়া বা শর'ঈ বিধি-বিধান যদি সংকলন করা হয়, তাহলে এ সংকলনটি বৃহৎ আকারের ৩০ খণ্ডে রূপ ধারণ করবে।[৩৩]

**উপসংহার**

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সমাজ সংস্কার ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. তাঁর সহীহ ও দঈফ হাদীস সংকলন এবং তাখরীজ-তাহকীককৃত গ্রন্থে জীবনের নানা দিক নিয়ে অগণিত বিষয়ে হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয় করেছেন। তাছাড়া তাঁর লিখিত মৌলিক গ্রন্থে উপস্থাপিত সকল বিধি-বিধানই হাদীসভিত্তিক। শায়খ

৩৩. আল-মিসরী, সাফাহাতুন বায়দা, পৃ. ৮৮



নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর বিধৃত এসব শর'ঈ বিধি-বিধানের যদি কোন সংকলন রচনা করা হয়, তাহলে সেটি তার সহীহ ও দঈফ হাদীসের সংকলনকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আমাদের ধারণা। অতএব, হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে শায়খ আল-আলবানীর অবদান যে কতটা ব্যাপক ও বিস্তৃত তা সহজেই অনুমেয়।